



36863 - মদনিয়া মনোওয়ারা যযিারতকারীর জন্য কছি ইসলামী দকি-নরিদশেনা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি কছি ভাইদেরকে চনি যারা এ বছর হজ্জ আদায় করার পর মসজদিে নববী যযিারত করব; তারা আপনাদের কাছে নসীহত ও দকি-নরিদশেনা চাছে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

আলহামদুলল্লাহ।

রাসুলের শহরে আগমনকারী প্রয়ি ভাইগণ! আপনারা উত্তম স্থানে এসছেন, উত্তম গনমিত নতিে এসছেন। ত্বাইবা শহরে আপনাদের অবস্থান শুভ হোক। আল্লাহ আপনাদের নকে আমলগুলো কবুল করে ননি। আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করে দনি। মোস্তফা-মোখতারের হজিরত ও নুসরতের ভূমতিে আপনাদের স্বাগতম। শ্রেষ্টতম সাহাবাদের হজিরতস্থলে, আনসারদের বাসভূমতিে আপনাদের স্বাগতম। এখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজদি যযিারতকারী ভাইদের জন্য কছি দকি-নরিদশেনা উল্লেখ করব:

১. ত্ববা শহর আগমনকারী প্রয়ি ভাইগণ, মক্কার পরে সর্বোত্তম স্থান ও মর্যাদাবান শহরে আপনারা এসছেন; সুতরাং এ শহরকে যভোবে মর্যাদা দয়ো দরকার সভোবে মর্যাদা দনি, এর পবতিরতা রক্ষা করুন, এখনে আদব ও শষ্টিচারের পরাকাষ্ঠা বজায় রেখে চলুন। জনে রাখুন, যে ব্যক্তি এখনে কোন অন্যায় করবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দয়ের হুমকি দয়িছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন তনি বলনে: “মদনিয়া হছ- হারাম (পবতিরস্থান)। যে ব্যক্তি মদনিতে কোন অন্যায় করবে, কথিবা কোন অন্যায়কারীকে আশ্রয় দবি তে তার উপর আল্লাহর লানত, ফরেশেতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত। কয়ামতের দনি আল্লাহ তার কোন ফরয় কথিবা নফল আমল কবুল করবনে না।”[সহহি বুখারী (১৮৬৭) ও সহহি মুসলমি (১৩৭০)]

সুতরাং যে ব্যক্তি মদনিতে কোন গুনাহর কাজ করবে কথিবা কোন গুনাহকারীকে আশ্রয় দবি, রক্ষা করবে; সে ব্যক্তি নকিষ্ট আযাবের সম্মুখীন হবে, আল্লাহর গযবেরে শকার হবে।

মারাত্মক গুনাহ হছ- মদনিয়ার পবতির পরবিশেকে প্রকাশ্যে বদিাত করার মাধ্যমে কলুষতি করা। নানারকম কুসংস্কারের মাধ্যমে এ শহরকে দুষতি করা। বদিাতী প্রবন্ধ-নবিন্দ, শরিকী বই-পুস্তক ও শরয়িত গ্রহতি বযিয়াদি প্রচার করার মাধ্যমে



এ ভূমির পবিত্রতা নষ্ট করা। এসব গুনাহকারী ও গুনাহকারীকে আশ্রয়দাতা উভয়ে সমান পাপী।

২. মসজিদে নববী য়ি়ারত করা সুননত; ওয়াজবি নয়। হজ্জের সাথে এর কোন সম্পর্ক নই; এটি হজ্জকে পূর্ণ করবে এমন কছু নয়। মসজিদে নববীর য়ি়ারতকে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত করে য়েসেব হাদিস বর্ণিত হয়েছে এর সবগুলো মাওজু (বানয়োটি) ও মথিয়া। য়ে ব্যক্তি তাঁর মদনীর সফররে মাধ্যমে মসজিদে নববী য়ি়ারত ও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার উদ্দেশ্য করবে তার উদ্দেশ্য পূণ্যময়, তাঁর আমল সওয়াবসম্ভাব্য। আর য়ে ব্যক্তির সফররে উদ্দেশ্য কবর য়ি়ারত ও কবর-ওয়ালাদরে কাছ সাহায্যপ্রার্থনা ছাড়া অন্য কছু নয় তার উদ্দেশ্য হারাম, তার কর্ম মন্দ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তনি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন গন্তব্যে সফর করা য়াবে না: মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদে আকসা।”[সহি বুখারী (১১৮৯) ও সহি মুসলিম (১৩৯৭)]

জাবরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “সফর করার সবচেয়ে উত্তম গন্তব্য হচ্চে- আমার এ মসজিদ ও বাইতুল আতকি (কাবা)”[মুসনাদে আহমাদ (৩/৩৫০), আলবানী তাঁর ‘আল-সলিসলিতুস সহি’ গ্রন্থে (১৬৪৮) হাদিসটিকে সহি বলেছেন]

৩. মদনীর মসজিদে নামায আদায়রে সওয়াব বহুগুণ; আলমেদরে বশুদ্ধ মতানুযায়ী সটো ফরয নামায হোক কথিবা নফল নামায হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমার এ মসজিদে নামায আদায় করা অন্য মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব; তবে মসজিদে হারাম ছাড়া”[সহি বুখারী (১১৯০) ও সহি মুসলিম (১৩৯৪)]

তবে, নফল নামায ঘরে পড়া মসজিদে পড়ার চেয়ে উত্তম; এমনকি সটো বর্ধিত সওয়াবরে চেয়েও উত্তম। দলিলি হচ্চে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “ব্যক্তির সর্বোত্তম নামায হচ্চে তার নিজ ঘরে নামায আদায় করা; শুধু ফরয নামায ছাড়া।”[সহি বুখারী (৭৩১) ও সহি মুসলিম (৭৮১)]

৪. এ মহান মসজিদে য়ি়ারতকারী প্রয়ি ভাই, জনে রাখুন মসজিদে নববীর কোন অংশ স্পর্শ করে কথিবা চুম্বন করে বরকত গ্রহণ করা জায়যে নয়; সটো মসজিদে পলি়ার, দয়োল, দরজা, মহেরাব কথিবা মম্বির য়াই হোক না কনে। অনুরূপভাবে নবীজরি হুজরা স্পর্শ করা, চুম্বন করা কথিবা কাপড় দিয়ে মুছে বরকত নয়ো জায়যে নয়; হুজরার চতুর্দিকে তাওয়াফ করাও জায়যে নয়। য়ে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে ফলেছেন তার উপর তওয়া করা ও পূর্নবার এমন কাজ না করা ফরয।

৫. য়ে ব্যক্তি মসজিদে নববী য়ি়ারত করবনে তার জন্য রয়ি়াযুল/রয়ি়াদুল জান্নাতে দুই রাকাত নামায আদায় করা কথিবা যত রাকাত তিনি পারনে নামায পড়া বধানসম্মত। য়েহেতু এর ফযলিত সাব্যস্ত। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “আমার ঘর ও আমার মম্বিররে মাঝরে স্থানটুকু- রাওদাতুন মনি রয়ি়াদলি জান্নাহ (জান্নাতরে এক টুকরা বাগান) এবং আমার হাউজ আমার মম্বিররে উপর রয়ছে।”[সহি বুখারী (১১৯৬) ও সহি মুসলিম (১৩৯১)]



ইয়াজদি ইবনে আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি সালামা বনি আকওয়া এর সাথে আসতাম এবং মুসহাফের নকিটবর্তী পলিয়ারে কাছে নামায পড়তাম। অর্থাৎ রযাদুল জান্নাত। আমি বললাম: হে আবু মুসলিম, আপনাকে দেখে এ পলিয়ারে কাছে নামায পড়তে বেশি আগ্রহী? তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পলিয়ারে কাছে নামায পড়তে আগ্রহী দেখেছি। [সহি বুখারী (৫০২) ও সহি মুসলিম (৫০৯)]

তবে, রযাদুল জান্নাত নামায পড়ার আগ্রহ যেনে অন্য মানুষকে কষ্ট দয়্যো, দুর্বলকে ধাক্কা দয়্যো কথিবা মানুষেরে ঘাড় টপকে যাওয়ার পরযায় গয়্যে না ঠকে।

৬. মদন্যা যয়্যারতকারী ও মদন্যর বাসন্যদাদরে জন্য মসজদে কুবাতে এসে নামায আদায় করার বধান রয়েছে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণে ও উমরার সওয়াব পাওয়ার নমিত্তে। সাহল বনি হানফি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি (তার ঘর থেকে) বরে হয়ে এই মসজদে আসবে অর্থাৎ মসজদে কুবাতে এবং নামায আদায় করবে সে ব্যক্তি উমরার সমপরমাণ সওয়াব পাবে” [মুসনাদে আহমাদ (৩/৪৮৭) ও সুনানে নাসাঈ (৬৯৯), আলবানি তাঁর ‘সহি তারগীব’ গ্রন্থে হাদসটিকে সহি বলছেন (১১৮০, ১১৮১)]

সুনানে ইবনে মাজহ গ্রন্থে এসছে— “যে ব্যক্তি তাঁর ঘর থেকে পবত্ৰতা অর্জন করবে অতঃপর মসজদে কুবাতে এসে নামায আদায় করবে সে উমরার সমপরমাণ সওয়াব পাবে।” [সুনানে ইবনে মাজহ (১৪১২)]

সহি বুখারী (১১৯১) ও সহি মুসলমি (১৩৯৯) এসছে— “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতশনিবার পায় হটে কথিবা সওয়ারী হয়ে মসজদে কুবাতে এসে দুই রাকাত নামায আদায় করতনে।”

৭. সম্মানতি যয়্যারতকারী ভাই, মসজদে নববী ও মসজদে কুবা এ দুই মসজদি ছাড়া মদন্যর আর কোন মসজদি যয়্যারত করার বধান নহে। কুরআন-হাদসি ও সাহাবায়েরে আমলে যদি কোন ভূখণ্ড যয়্যারত করার দললি না থাকে তবে কোন যয়্যারতকারীর জন্য কথিবা অন্য কারো জন্য নকীর আশায় সে ভূখণ্ডরে উদ্দেশ্যে সফর করা ও সখোনে গয়্যে ইবাদত করার কোন বধান নহে; ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়ে স্থানগুলোতে বা মসজদিগুলোতে নামায পড়ছেন সেগুলো খুঁজে খুঁজে সখোনে নামায পড়া, দয়্যো করা, ইত্যাদি ইবাদত করা শরয়িতরে বধানে নহে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব স্থানকে উদ্দেশ্য করার আদশে করনেনি, যয়্যারত করতে উদ্বুদ্ধ করনেনি। মারুর বনি সুওয়াইদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “আমরা উমর বনি খাত্তাম (রাঃ) এর সাথে বরে হয়েছিলি। পথে আমরা একটা মসজদি পলোম। লোকেরো ছুটে গয়্যে সে মসজদে নামায আদায় করল। তখন উমর (রাঃ) বললনে: তাদরে কি হয়েছে? তারা বলল: এই মসজদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করছেন। তখন উমর (রাঃ) বললনে: হে লোক সকল, তোমাদরে পূর্ববর্তী উম্মতরো এ ধরণরে কর্মরে মাধ্যমে ধ্বংস হয়েছে। এমনকি তারা এ স্থানগুলোতে উপাসনালয় স্থাপন করেছে। এ ধরণরে কোন স্থান



অতক্রিম করার সময় যদি কারো নামাযের সময় হয় তাহলে সে নামায পড়তে পারে। আর যার নামাযের সময় না হয় সে তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে।[মুসান্নাফ ইবনে আবু শায়বা (৭৫৫০)]

৮. মসজিদে নববী যম্মিরতকারী পুরুষদের জন্ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর কবর যম্মিরত করে সালাম দাওয়া ও তাদের জন্ম দাওয়া করা বধিানসম্মত। পক্ষান্তরে, আলমেদরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী নারীদের জন্ম কবর যম্মিরত করা নাজায়ে। দললি হচ্ছ- সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৬), সুনানে তরিমযি (৩২০) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৭৫) গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যম্মিরতকারী নারীদের উপর লানত করছেন।[আলবানী 'ইসলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি আখ্বায়তি করছেন]

আরকেটি দললি হচ্ছ, সুনানে তরিমযি (১০৫৬) গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক কবর যম্মিরতকারী নারীদের উপর লানত করছেন। তরিমযি বলনে: হাদসিটা হাসান। এ হাদসিটা মুসনাদে আহমাদ (২/৩৩৭), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৭৪) ও মশিকাতুল মাসাবহি (১৭৭০) গ্রন্থেও বর্ণতি হয়েছে। আলবানী 'সহহিত তরিমযি' গ্রন্থে (৮৪৩) হাদসিটকি হাসান বলছেন।

কবর যম্মিরত করার পদ্ধতি হচ্ছ- যম্মিরতকারী কবররে সামনে এসে কবররে দকি মুখ করে দাঁড়িয়ে বলনে: “আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ”। এরপর একহাত সমান ডানে সরে এসে আবু বকর (রাঃ) এর কবররে সালাম দবনে। বলনে: “আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর”। আরও একহাত ডানে সরে এসে উমর (রাঃ) এর কবররে সালাম দবনে। বলনে: “আসসালামু আলাইকা ইয়া উমর”।

৯. মদনি শরফি যম্মিরতকারী পুরুষদের জন্ম বাকঈ কবরস্থানে শায়তিদের কবর যম্মিরত করা ও উহুদের যুদ্ধে শহদিদের কবর যম্মিরত করার বধিান রয়েছে; যাতে করে তাদেরকে সালাম দিয়ে তাদের জন্ম দাওয়া করা যায়। বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, তারা কবর যম্মিরতবে বরে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (এ দাওয়াটি পড়া) শক্বিা দতিনে: “আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দয়ির মনাল মু'মিনীন ওয়াল মুসলমীন। ওয়া ইননা ইনশাআল্লাহু বকিম লাহকিন। নাসআলুল্লাহ লানা ও লাকুমুল আফযিা” (অর্থ- এ কবরগুলোর মুমনি, মুসলমান বাসনিদারা! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষতি হোক। নিশ্চয় আল্লাহ যখন চাইবনে তখন আমরাও আপনাদের সাথে মলিতি হব। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্ম ও আপনাদের জন্ম নাজাত প্রার্থনা করছি)।[সহহি মুসলমি (৯৭৪ ও ৯৭৫)]

১০. দুইটি মহান উদ্দেশ্যে কবর যম্মিরতবে বধিান দাওয়া হয়েছে:

এক. যম্মিরতকারী নজি উপদেশে গ্রহণ করা।



দুই. যার কবর য়ি়ারত করা হচ্ছ্ে তার জন্ম দোয়া করা, রহমত ও ক্షমা প্রার্থনা করা ।

কবর য়ি়ারত করার শরত হচ্ছ্ে বাতলি কোন কথা না বলা । এর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছ্ে- শরিকি ও কুফরিকরা । বুৰাইদা তাঁর পতি থেকে বরণনা করনে য়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “আমি তোমাদেরকে কবর য়ি়ারত করতে নষিধে করছেলিাম । তবে, এখন যারা য়ি়ারত করতে চায় তারা য়ি়ারত করতে পার । কিন্তু, কোন বাতলি কথা বলবে না ।”[সুনানে নাসাঈ (২০৩৩), আলবানী ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (৮৮৬) হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করছেন । ইমাম মুসলমিও (৯৭৭) হাদসিটি বরণনা করছেন; তবে, ‘বাতলি কথা বলবে না’ এ অংশটি ছাড়া ।

সুতরাং এ কবরগুলো তাওয়াফ করা, কথিা অন্য কোন কবর তাওয়াফ করা, কবররে দকিে নামায পড়া, কবররে মাঝখানেে নামায পড়া, কথিা কবররে নকিটে কুরআন তলোওয়াত, দোয়া ইত্যাদি ইবাদত করা জায়যে নহে । কোনে এ সব কর্ম সৃষ্টকিলরে প্রতপালকরে সাথে শরিক করার মাধ্যম, এগুলোর মাধ্যমে কবরগুলোকে ইবাদতরে স্থান বানানো হয়; যদিও কবররে উপরে কোন স্থাপনা তরীে করা না হোক । আয়শো (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বরণতি তাঁরা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় নজিরে মুখরে উপর এক টুকরা কাপড় দিয়ে ছিলনে । যখন তিনি তাপ অনুভব করতনে তখন কাপড়টি সরিয়ে রাখতনে । এ অবস্থায় তিনি বলেন: “ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর লানত হোক; তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজদি বানয়িছে ।” তিনি তাদের কর্ম থেকে সাবধান করতে গয়িে এ কথা বলেন ।[সহহি বুখারী (৪৩৬) ও সহহি মুসলমি (৫২৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সবচেয়ে নকিষ্ট মানুষ হচ্ছ্ে তারা যারা কয়ামত সংঘটনের সময় জীবতি থাকবে এবং তারা যারা কবরগুলোকে মসজদি বানাবে ।”[মুসনাদে আহমাদ (১/৪০৫), এ হাদসিটি প্রধান অংশ ‘মুয়াল্লাক’ হসিবে সহহি বুখারীর ‘ফতিন’ অধ্যায়রে এর ‘যুরুল ফতিন’ পরচ্ছদে (৭০৬৭) উদ্ধৃত হয়ছে এবং সহহি মুসলমিরে ‘ফতিন’ অধ্যায়রে ‘কুরবুস সাআ’ পরচ্ছদে (২৯৪৯) উদ্ধৃত হয়ছে; তবে সেখানে কবরকে মসজদি বানানোর বষয়টি বরণতি হয়নি ।

আবু মারছাদ আল-গানাওয়ী (রাঃ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি: “তোমরা কবররে উপর বসো না এবং কবররে দকিে নামায পড়ো না ।”[সহহি মুসলমি (৯৭২)]

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “গটো পৃথিবী নামাযরে স্থান; কেবেল কবরস্থান ও বাথরুম ছাড়া”[মুসনাদে আহমাদ (৩/৮৩), সুনানে তরিমযি (৩১৭) আলবানী ‘ইরওয়াউল গাললি’ গ্রন্থে (১/৩২০) হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করছেন]

আনাস (রাঃ) থেকে বরণতি য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবররে মাঝখানেে নামায পড়তে নষিধে করছেন ।[সহহি ইবনে হব্বান (১৬৯৮), হাইছামি ‘মাজমাউল যাওয়ায়েদে’ গ্রন্থে (২/২৭) এ হাদসি সম্পর্কে বলেন: ‘হাদসিটির রাবীগণ সহহি হাদসিরে রাবী’]



কবররে উপর সজিদা দয়ো নাজায়যে। বরং এটি জাহলে পটৌতলকিতা, চন্িতাধারার অস্বাভাবকিতা ও ববিকেবুদধরি দনৈযতা। যযিারতকারীদরে জন্য এ কবরগুলোকো স্পর্শ করে, চুম্বন করে, শরীররে বশিষে অংশ স্পর্শ করয়ি বরকত গ্রহণ করা নাজায়যে। রোগে নরিাময়রে জন্য কবররে মাটি সংগ্রহ করা, গায়ো মাখানো, কথিবা গোসল করার জন্য কছি মাটিসাথে নয়ো নাজায়যে। বরকতরে নয়িতো যযিারতকারীর জন্য তার চুলরে কথিবা শরীররে কোনে কছি অথবা টসিযু পপোর কবরে পুতো রাখা কথিবা তার ছবি বা তার সাথে থাকা অন্য কছি কবরে রেখে আসা নাজায়যে। অনুরূপভাবে নগদ অর্থ কথিবা শম্ববীজ বা এ জাতীয় কোনে খাদ্যদ্রব্য কবরে নকিষপে করা নাজায়যে। যো ব্যক্তি এমন কোনে কর্মে লপিত হয়ছেো তার উপর ফরয তওবা করে নয়ো এবং এমন কর্মে পুনরায় লপিত না হওয়া। কবরে সুগন্ধি লাগানো, কবরওয়ালাদরে দয়ি কসম করা নাজায়যে। কবরওয়ালাদরে ওসলিা দয়ি কথিবা তাদরে মর্যাদা ও অধকাররে দোহাই দয়ি আল্লাহর কাছো প্রার্থনা করা নাজায়যে; বরং এটি হারাম ওসলিা ও শরিকরে বাহন। কবর উঁচু করা ও কবররে উপর স্থাপনা নির্মাণ করা নাজায়যে। কোনো কবর উঁচু করা ও কবররে উপর স্থাপনা নির্মাণ করা কবরকে সম্মান করার মাধ্যম এবং কবর দ্বারা ফতিনাগ্রস্তু হওয়ার কারণ। যারা খরদিক্ত খাদ্য বা সুগন্ধি এসব গ্রহতি কাজো ব্যবহার করবে মরমে জানা যায় তাদরে কাছো এগুলো বকিরিকরাও নাজায়যে।

মৃতব্যক্তিদরে কাছো বপিদমুক্তি-প্রার্থনা করা কথিবা সাহায্য প্রার্থনা করা কথিবা মদদ চাওয়া, অথবা অভাব দূর করার জন্য তাদরেকে ডাকা, কথিবা দুশ্চিন্তা দূর করা, কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ দূর করার জন্য প্রার্থনা করা শরিকো আকবার (বড় শরিক); এটি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলিমি মলিল্লাত থেকে বরে হয়ে যাবে এবং এটি তাকে পটৌতলকি উপাসকে পরণিত করবে। কারণ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা এক আল্লাহ ছাড়া কটে দূর করতে পারে না; তাঁর কোনে শরিকি নহে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তনিহি আল্লাহ্ তোমাদরে রব। আধপিত্য তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরবিত্তে যাদরেকে ডাক তারা তো খজুর আঁটির আবরণরেও অধকারী নয়। তোমরা তাদরেকে ডাকলে তারা তোমাদরে ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদরে ডাকে সাড়া দবে না। আর তোমরা তাদরেকে যো শরিক করছে তা তারা কয়িমতরে দনি অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞঃ আল্লাহর মত কটেই আপনাকে অবহতি করতে পারে না।” [সূরা ফাতরি, আয়াত: ১৩-১৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদরেকে ইলাহ্ মনে কর তাদরেকে ডাক, অতঃপর দখেবে যো, তোমাদরে দুঃখ-দনৈয দূর করার বা পরবিত্তন করার শক্তি তাদরে নহে। তারা যাদরেকে ডাকে তারাই তো তাদরে রবরে নকৈট্য লাভরে উপায় সন্ধান করে যো, তাদরে মধ্যো কে কত নটিকতর হতে পারে, আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তকি ভয় করে। নশিচয় আপনার রবরে শাস্তি ভয়াবহ।’ [সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৫৬-৫৭]

আল্লাহই ভাল জাননে।